ইউনিট ২: তুলনামূলক শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি

ভূমিকা

মানব ইতিহাসে শিক্ষা সমৃদ্ধ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানের মতো অতীতে এত গভীরভাবে অনুভূত হয়নি। এক সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের উচ্চবিত্তদের কর্তৃক পরিচালিত হতো। বর্তমান শিক্ষা বিশ্বায়নের বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার সাথে তুলনা করে পরিচালিত হচ্ছে। তাই একদেশের শিক্ষার সঙ্গে অন্য দেশের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করার বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। তাই তুলনামূলক শিক্ষা বিষয়টি একটি শিক্ষাতত্ত্বে গবষেণা বিষয় হিসেবে সার্বজনীন স্বীকৃতি পাচ্ছে। বর্তমানে এ বিষয়টি শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে সঠিকভাবে তুলনামূলক আলোচনা বা গবেষণা সঠিক দিক নির্দেশনা অনুসৃত হবে তা স্থির করতে হবে। কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষার কাজ যথার্থ হবে এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এখনও মতানৈক্য রয়েছে। উনিশ শতকে জুলাইন মনে করতেন তুলনামূলক শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রয়োজন। তিনি পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করলেও তৎকালীন শিক্ষাবিদগণ এ পদ্ধতি সংক্রান্ত কার্যকরি সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হন। বর্তমান বিশেষজ্ঞদের প্রচেষ্টায় তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বের কার্যকরি পদ্ধতিগত সমস্যার অনেক উন্নতি হয়। এই ইউনিটে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাপূর্ণ ও ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলনামূলক শিক্ষার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ

পাঠ ২.২: ব্যাখ্যাপূর্ণ ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির বিশ্লেষণ

পাঠ ২.১: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ
Scientific Method of Comparative Analysis

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তুলনামূলক পদ্ধতি, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জর্জ বেরেডের তুলনামূলক শিক্ষা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নোহা ও একস্টাইন-এর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

তুলনামূলক শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা কর্মকাণ্ডে কোন পদ্ধতিটির কার্যকর সে ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এক দলের মতে তুলনামূলক শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। অপর দলের মতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণা করা সম্ভব।

শিক্ষাবিদ কে. আর পপাড়, জর্জ ব্লেডে (George Bereday) ও হোমসসহ তাঁদের প্রচেষ্টা এই সমাজবিজ্ঞান পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মিল নির্ধারণ এবং তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণে গাইড লাইন প্রণয়ন করেন।

তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে এখানে তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হল:

ক. তুলনামূলক পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে গবেষণায় নির্দিষ্ট প্রশ্ন/সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য এক বা একাধিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষণ করা এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে শক্তিশালী আপেক্ষিত পরিমাপের বা মূল্য নির্ধারণ করা। তুলনামূলক কেবল মাত্র পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে না। তবে এই ধরণের পদ্ধতি অন্য প্রেক্ষাপটের মত একই ধরণের এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করতেও সাহায্য করে। তুলনামূলক পদ্ধতি শব্দটি তুলনামূলক শব্দটি কৌশলের (Approaches) সাথে ব্যবহার করা হয়।

খ. তুলনামূলক বিশ্লেষণ: তুলনামূলক বিশ্লেষণ হচ্ছে দুই বা ততোধিক বিষয় যা শিক্ষা ব্যবস্থা, পদ্ধতি, তত্ত্ব অথবা নীতিসমূহের সাথে তুলনামূলক প্রক্রিয়া ও সামঞ্জস্য বিধান করা। যার লক্ষ্য হচ্ছে শক্তিশালী আপেক্ষিক পরিমাপনের সুবিধা অথবা এক বা একাধিক বিষয়ের সাথে মূল্য নির্ধারণ করা।

গ. অনুসন্ধান: এই শব্দটি একজন গবেষক বা সামাজিক অনুমানকারী হিসেবে পালন করেন। যা সামাজিক অনুসন্ধানকারীর সাথে সম্পর্কিত তুলনামূলক শিক্ষা একজন গবেষক তুলনামূলক বিষয় বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষণ কার্য সম্পাদন করে থাকে।

জর্জ বেরেডে (George Bereday)-এর তুলনামূলক শিক্ষা পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

১৯৬৪ সালে G. Z. F Bereday 'শিক্ষায় তুলনামূলক পদ্ধতি' গ্রন্থে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয় অর্থাৎ এক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নির্দিষ্ট এরিয়ার সাথে বিভিন্ন দেশের Area studied-এর শিক্ষার বিশ্লেষণ করা। শিক্ষাবিদ কিডে (১৯৭৫)-এর মতে বেরেডে পদ্ধতি হচ্ছে তুলনামূলক শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম ভাল ব্যবস্থা যে

ক্ষেত্রে শিক্ষাকে ব্যাপক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট উপাদান হিসেবে মনে করা হয়। তাঁর পদ্ধতিতে এক দেশের সাথে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বুঝতে লক্ষ্য স্থির এবং আনুমানিক সিদ্ধান্ত স্থির করতে হয়। আবার বেরেডে তুলনামূলক শিক্ষাকে স্কুলের রাজনৈতিক ভূগোল হিসাবে পাঠদানের কর্মকাণ্ড হিসাবে মনে করা হয়। বিভিন্ন সমাজে শিক্ষামূলক নীতিমালা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়। বেরেডে শিক্ষকদের নিজেদের সমাজের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার পরামর্শ দেন যে যাতে শিক্ষাব্যবস্থা তুলনা করা যায়। বেরেডে শিক্ষা ব্যবস্থায় তুলনামূলক পদ্ধতির ৪ (চার) টি স্তরের কথা বলেন। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো–

১. **বিবরণ এবং তথ্য সংগ্রহ (Description):** এই পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা বিষয়ক পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তা সারণীতে ও গ্রাফ এর মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আবার তথ্যসমূহ সমস্যা আকারে চিহ্নিতকরণ এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যা পর্যবেক্ষণ, পড়া ও চোখের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়। প্রস্তুতকৃত সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্লেষণের জন্য পেশ করা হয়। এক কথায় বলা যায় কোনো দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যের যথারীতি পর্যবেক্ষণ করা।

২. **ব্যাখ্যা (Interpretation):** বিন্যস্তকৃত তথ্যসমূহ প্রতি দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সংস্কৃতি ও দর্শন এর আলোকে বিশ্লেষণ করা। বিশেষ করে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– এক্ষেত্রে গবেষকরা সমাজতত্ত্বের ধারণা ব্যবহার করেন– যার মাধ্যমে তারা অধ্যয়নকৃতদের সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। এই ক্ষেত্রে যেসব বিষয় কাজ করে তা হচ্ছে ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকরণ যার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হয়। গবেষণাভূক্ত দেশসমূহের তথ্যাবলীর কারণ অনুসন্ধান করে ব্যাখ্যা করা এই স্তরের অন্যতম কাজ।

৩. **সন্নিধি বা ন্যায়পরায়ণতা (Juxtaposition):** যে সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পর নিজ দেশের সাথে অন্য দেশের তুলনা করার জন্য তথ্য পাশাপাশিভাবে বিন্যস্ত করা। এ ক্ষেত্রে তথ্য যাচাই, প্রক্রিয়া, মূলনীতি ও শ্রেণিকরণ বা বাছাই করার জন্য প্রাথমিক ধারণা কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ কোনো দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যের বা গবেষণাভূক্ত দেশসমূহের শিক্ষার মধ্যে মিল বা অমিল তথ্যকে পাশাপাশি প্রতিস্থাপন করা।

৪. **তুলনা (Comparison):** এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে অন্য দেশের তথ্য তুলনা এবং একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ গবেষক অনুমান প্রণয়ন, যাচাই বা পরীক্ষণ ও সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া। এই ক্ষেত্রে অনুমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জনে গবেষককে সহায়তা করে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Noah and Ecksteins Scientific Method)

নোহা এবং একস্টাইন (Noah and Ecksteins) ১৯৬৯ সালে শিক্ষা বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপক ক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষার জন্য এক সূত্রে গাথা হিসেবে দৃঢ়ভাবে মত পোষণ করেন। এই দু'টি বিষয় তুলনামূলক শিক্ষাকে একত্রিত করেছে। প্রথমটি হচ্ছে স্কুলের কার্যাবলির জন্য এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পরিমানগত পদ্ধতির জন্য।

তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে নোহা ও একস্টাইন যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, শিক্ষা বিজ্ঞান ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় বিষয়টি বাধ্যতামূলক যা কেবল মাত্র একটি দেশের তথ্য ব্যবহার করে শিক্ষা উন্নয়নে কাজে লাগানো যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রথমে অনুমানভিত্তিক সফলতার সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি জাতীয় ভিত্তিতে গবেষণার মাধ্যমে হতে হবে যা অন্যান্য দেশের ফলাফলগুলো আরেকটি দেশে প্রয়োগ করা যাবে। এক দেশের ফলাফলগুলো অন্য দেশের ফলাফলের সাথে সংঘর্ষ হলে গবেষককে গবেষণার সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে এবং ব্যাপক মতবাদ উদ্ভাবনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নোহা এবং একস্টাইন সামাজিক বিজ্ঞানে পরিমাণগত পদ্ধতি, অভিজ্ঞতা বা

প্রয়োগিকভাবে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন। তারা তুলনামূলক শিক্ষার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে তুলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহারের সুপারিশ করেন।

নোহা এবং একস্টাইন এর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তর

১. **সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of the Problem):** শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিশেষ বিষয় বা সমস্যা নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচিত সমস্যাগুলোর শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক থাকবে যাতে গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহ করতে সহজতর হয়।

২. **অনুমানের উন্নয়ন (Hypothesis):** সাহিত্যের পর্যালোচনার ভিত্তিতে অনুমানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। অনুমানগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে হতে হবে।

৩. **ধারণা ও সূচকের সংজ্ঞা নির্ধারণ (Definition of Concepts and Indicators):** এতে জড়িত থাকবে শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাখ্যা, সুস্পষ্ট ধারণা, নির্দেশক এবং চলক। তবে ধারণা ও নির্দেশকগুলো অবশ্যই পরিমাপ যোগ্য ও সংখ্যাগত হতে হবে। ধারণাগুলো আত্মনির্ভরশীল হতে হবে যাতে পুনরায় নির্ধারণের সুযোগ থাকে। স্মরণ রাখতে হবে যে আত্মনির্ভরশীলতা ব্যাখ্যাটি ব্যক্তিগত সংজ্ঞা থেকে আলাদা হবে। এই প্রেক্ষাপটে একজন ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীলতা সম্পর্কে কারণসমূহ যেমন– চিকিৎসা বিলের অর্থ পরিশোধের সামর্থ্য, বাড়ি মালিকানা অর্জনের ক্ষমতা অথবা শিক্ষা অর্জনের সামর্থ্য ইত্যাদি।

৪. **সমীক্ষার জন্য বিষয়সমূহ নির্বাচন (Selection of Cases of Study):** তুলনামূলক অথবা অনুমানের ভিত্তিতে সতর্কতার সাথে দেশ ও অঞ্চল নির্বাচন করতে হয় যাতে গবেষণার কাজ প্রাসঙ্গিক হয়। নির্বাচিত দেশ ও অঞ্চলগুলো গবেষণার যোগ্য এবং গবেষণার ক্ষেত্র সংখ্যাগতভাবে অল্প হতে হবে যাতে অধ্যয়ন সহজতর হয়।

৫. **তথ্য সংগ্রহ (Collection of Data):** এতে তথ্য সংগ্রহের সহজলভ্যতা, প্রাসঙ্গিকতা ও নির্ভরযোগ্যতার বিষয় যাতে থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে বাধাসমূহ দূর করতে ভাষা ও যোগাযোগ উভয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. **তথ্যের কার্যক্রম (Manipulation of the Data):** সংগৃহীত উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন দেশ বা নির্দিষ্ট বিষয় অনুসারে ধারাবাহিকভাবে সজ্জিতকরণ বা ছকে সন্নিবেশিত করতে হবে যাতে সহজে সংখ্যাগত পরিমাণ নির্ণয় এবং তুলনা করা যায়।

৭. **ফলাফলের ব্যাখ্যা (Interpretation of Data):** তথ্য ও উপাত্তসমূহ থেকে যে সমস্ত বিষয় পাওয়া গেছে তা যাচাই ও বাছাই করা। অনুমানের সাথে প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করতে হবে এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও তুনলামূলক বিশ্লেষণ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপার শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মিল রেখে শিক্ষাবিদ কে আর পপার তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার গাইড লাইন প্রণয়ন করেন। এটি প্রণয়নে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয় তা হল-

১. সামাজিক ও শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যের শ্রেণিকরণ কাঠামো নির্ধারণ।
২. সামাজিক পরিবর্তনের মতবাদের ভিত্তিতে সমস্যা বিশ্লেষণের নীতি প্রণয়ন।
৩. অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমান পরীক্ষণের নীতি প্রণয়ন।
৪. গবেষণাভূক্ত দেশের ক্ষেত্রে অনুমান পরীক্ষণের আবশ্যকীয় ও প্রাথমিক পরিবেশ নির্ধারণ।
৫. শিক্ষার পরিমাণগত ধারণা ও সংস্থার কার্যকারিতা যে মতবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা নির্ধারণ।

৬. তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণায় তিন ধরনের বিষয়গুলো হলো–
   ক. আদর্শগত উক্তির মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ;
   খ. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপ-প্রতিষ্ঠানে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ;
   গ. নির্ধারিত নীতি ও এসবের প্রয়োগের ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ।

পপার ও তার অনুসারী হোমস তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনার যুক্তিগুলো প্রদর্শন করেন তা নিচে আলোচনা করা হলো–

ক. তাঁরা মনে করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় সকল সিদ্ধান্ত সার্বজনীন নয়। বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে অনুমান প্রমাণ সম্ভব হলেও তা শর্তহীনভাবে প্রমাণ সম্ভব নয়।

খ. উভয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ভবিষ্যত সূচনার জন্য সকল প্রকারের গবেষণার প্রাথমিক ও পূর্ব আবশ্যকীয় উপাদান বা চলকগুলো সঠিকভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সম্ভব।

গ. উভয় ক্ষেত্রে গবেষণার সমস্যা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যত সূচনা সম্ভব, কোথায় ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং কোথায় অনুমান প্রমান সম্ভব। বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য হিসেবে ভবিষ্যত সূচনা, ব্যাখ্যা ও অনুমান পরীক্ষণকে ধরা হয়। তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার সমস্যা প্রকৃতি, নমুনা ও পরিস্থিতি অনুসারে তাদের যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করা যায়। পপার ও হোমস উভয় এ অভিমত পোষণ করেন। এই দুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যকে স্বীকার করে যতদূর সম্ভব তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী। তাঁরা এটাও মনে করেন যে তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বে এমন কতকগুলো সমস্যা রয়েছে যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ উপযোগী। উদাহরণ: বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে প্রধান উপায় হলো শিক্ষা খাতে অধিক অর্থ ব্যয় করা। এ প্রকারের সমস্যা পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরীক্ষা বা প্রমাণ সম্ভব। আবার কোন সমস্যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ উপযোগী। যেমন: শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োগ। এখানে তথ্য সংগ্রহ $\rightarrow$ অনুমান $\rightarrow$ পরীক্ষণ $\rightarrow$ অনুসন্ধান $\rightarrow$ ফলাফল বিশ্লেষণ। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু যেমন– "বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন" এখানে অন্য অঞ্চল বা উন্নয়নশীল দেশের আলোচনাকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ যা জন বেরেডের পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। বেরেডে তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনেকটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ। নোহা ও একস্টাইন সামাজিক বিজ্ঞানে পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি ভিত্তি গড়ে তুলে তা অনুসরণের অভিমত পোষণ করেন।

উপসংহার

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়নে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কৌশল না হলেও গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া ক্ষুদ্র গবেষণা দ্বারা Non-experimental macro studies বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমান পরীক্ষা করে তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার ভবিষ্যত সূচনা করা যায়। এই প্রকারের গবেষণা শিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রতিবন্ধকতার কারণ নির্ধারণে গবেষকদের সহায়তা করে। তাছাড়া ক্ষুদ্র গবেষণা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সকল বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যত সূচনা, পরীক্ষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব। একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর যাচাই, শ্রেণিকরণ, অনুমান, পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত হলেও গবেষণায় এটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে তুলছে। তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতিকে কিছু শিক্ষাবিদ প্রতিষ্ঠিত করতে অংগীকারবদ্ধ। ভবিষ্যতে তাদের প্রচেষ্টায় এই গবেষণা পদ্ধতি প্রাসঙ্গিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুশৃংখল হতে পারে। এতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত গবেষণা বিভিন্ন দেশের শিক্ষা উন্নয়ন ও সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে নিঃসন্দেহে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. G.Z.F Bereday শিক্ষায় তুলনামূলক পদ্ধতি গ্রন্থটি কোন সালে রচনা করেন?
   ক. ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ
   খ. ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ
   গ. ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ
   ঘ. ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ

২. নোহা ও একস্টাইন-এর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কয়টি স্তরের বর্ণনা করেছেন?
   ক. ৩টি
   খ. ৪টি
   গ. ৭টি
   ঘ. ৯টি

৩. তুলনামূলক শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে কোন শিক্ষাবিদ একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করেন?
   ক. জর্জ বেরেডে
   খ. নোহা
   গ. কে. আর. পপার
   ঘ. হোমস

৪. তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণায় বিষয়গুলো–
   i. আদর্শগত উক্তির মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ
   ii. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপ-প্রতিষ্ঠানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
   iii. নির্ধারিত নীতি ও প্রয়োগের ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়
   নীচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. গ, ৪. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তুলনামূলক বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়?
২. জন বেরেডে তুলনামূলক শিক্ষা পদ্ধতির ধাপগুলো উল্লেখ করুন।
৩. নোহা ও একস্টাইনের তুলনামূলক পদ্ধতির পটভূমি বর্ণনা করুন।
৪. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপসমূহ উল্লেখ করুন।
৫. জন বেরেডের তুলনামূলক পদ্ধতি নোহা ও একস্টাইনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করুণ।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. নোহা ও একস্টাইনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গবেষণায় কতটুকু উপযোগী তা বিশ্লেষণ করুন।

২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

৩. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়নে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখবে সে ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।

৪. জন বেরেডে-এর তুলনামূলক পদ্ধতির এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে গবেষণার উপযোগিতা যাচাই করুন।

পাঠ ২.২: ব্যাখ্যাপূর্ণ ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির বিশ্লেষণ Interpretation and Explanatory Method

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের গবেষণা ক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকরী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দার্শনিক দৃষ্টিকোণ গবেষণা ক্ষেত্রে প্রয়োগের যুক্তি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বে সামাজিক দৃষ্টিকোণের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বে শুধু শিক্ষার কাঠামো, প্রশাসন, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর কারণ অনুসন্ধান এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের ঐসব সমস্যা সমাধানে গবেষণা কার্যক্রম করতে হয়। বিশ্বায়নের বিশ্বব্যাপী শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষা গবেষণা তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এই ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির চাহিদা নিরূপণে দেশের বা অন্য দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক পটভূমি, দর্শন বা দার্শনিক মতবাদ এবং সামাজিক শিক্ষা উন্নয়নের প্রসার ঘটাতে হয়। তাই তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণা যে সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনা আনতে হয়। এতে ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যামূলক এর মাধ্যমে গবেষণা ফলাফলের পরিপূর্ণতা আসে। শিক্ষা উন্নয়নে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ এর ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

ক. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ (Historical Approach)

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পদ্ধতি একটি আধুনিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে অধ্যয়ন করে। সাধারণত ভৌগলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনা যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা চেতনায় ক্রমবিকাশের এ পর্যায়গুলো তুলনামূলক ব্যাখ্যাপূর্ণ বিশ্লেষণই ঐতিহাসিক পদ্ধতি। তুলনামূলক শিক্ষার দ্বারাই জানা যায়, চিন্তার বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি দেশের শিক্ষার উন্নয়নে কোন কোন উপাদানগুলো বিশেষ কার্যকরী। শুধু তাই নয় অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের পন্থা নির্দেশ করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের একদিকে অতীত ইতিহাস এবং তার বিভিন্ন উপাদানগুলো যেমন জানতে সাহায্য করে, তেমনি অন্যদিকে ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্ক নির্দেশনা ও দেয়। আবার উপাদানগুলো ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো শিক্ষাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে।

নিকোলাস হানস, আইজাক ক্যান্ডল ও মাইকেল সেডলার এবং ফ্রেডারিক স্লাইডার এ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে তুলনামূলক শিক্ষায় ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি হিসেবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণকে অধিকতর কার্যকরী ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেন। হানসের মতে প্রকৃতপক্ষে এ পদ্ধতি প্রযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শিক্ষা একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির তিনটি দিক। যথা–

ক. জাতীয় পর্যায়ে একজন গবেষক পৃথকভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন। এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও শ্রেণিকরণের তালিকা পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেন।
খ. তথ্যসমূহ নিয়ে গবেষক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন উপাদানগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে চারটি দলে শ্রেণিভুক্ত করেন। যেমন: প্রাকৃতিক, ধমীয়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক।
গ. তারপর বিশ্লেষিত উপাদানগুলো উপযুক্ততা যাচাই করে কোনটি অধিকতর যথোপযুক্ত তা গ্রহণকারী দেশে অভিযোজিত হতে পারে।

আবার ক্যান্ডেল এর মতে ঐতিহাসিক পদ্ধতি শুধু বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সমস্যার উৎস জানতেই সাহায্য করেনি বরং শিক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন উপাদানগুলো আবিস্কার করে দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির অবদান থাকলেও আধুনিক পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান এর দ্রুত গতিতে অগ্রসরমান সে তার সঙ্গে সমান পদক্ষেপ অগ্রসর হতে আমাদের বিচার বুদ্ধি ও বারবার বিপর্যস্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এক বৃহৎ ও ব্যাপক প্রস্তাবনার প্রাথমিক প্রস্তুতির দায়িত্ব পালন করতে পারে মাত্র।

খ. দার্শনিক দৃষ্টিকোণ

প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব দর্শন থাকে যা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। কোনো জাতি কোন দর্শনে বিশ্বাসী সে দর্শনে শিক্ষা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ঐ জাতির শিক্ষা উল্লেখিত দর্শন অনুসারী পরিচালিত কিনা তা এই পদ্ধতিতে জানা যায়। সে অনুযায়ী একই দর্শনের অনুসারী অন্য জাতির শিক্ষাসমূহ উন্নতি করা সম্ভবপর হয়।

স্যাডলার যদিও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বিদেশী শিক্ষার রিপোর্ট রচনা করেন, তথাপি বিংশ শতকের শিক্ষাবিদদের গবেষণার জন্য তিনি এক নতুন পদ্ধতিরও সূচনা করেন। ভবিষ্যতে অনুসন্ধানকারীদের জন্য তিনি যে পদ্ধতির রূপরেখা দেন তাকে এখনও ক্যান্ডেল তার গবেষণায় ইউরোপীয় ছয়টি দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্য ব্যবহার করেন। এ ছয়টি জাতির জাতীয়তাবোধের ধারণা, জাতীয় চরিত্র ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ– এসব উপাদানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক প্রদর্শন করেন। এসব উপাদনকে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের স্বতঃসিদ্ধ নির্ণয়াক বা প্রভাবক রূপে চিহ্নিত করেন। যদিও এ শিক্ষার ইতিহাসে ক্যান্ডেলের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি তার অনুসৃত অনুসন্ধান পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত। যেমন–

১. যেসব সামাজিক উপাদন ও শক্তি শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে তিনি তাদেরকে স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলো যথার্থ কিনা তা এখনও পরীক্ষণ সাপেক্ষ।
২. ক্যান্ডেল সামাজিক বিজ্ঞানের যেসব সংজ্ঞা ও ধারণা ব্যবহার করেন তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করে। ক্যান্ডেলের মতে, যে বিশেষ গুণ দ্বারা এক জাতি হতে অপর জাতিকে পৃথক করা যায় তাই জাতীয় চরিত্র। জাতীয় চরিত্রের প্রতীকস্বরূপ গুণগুলোও তিনি নির্ধারণ করেন। যেমন তিনি উল্লেখ করেন, ইংরেজ জাতি কোন কাজের পূর্বপরিকল্পনা প্রণয়ন পছন্দ করে না। যুক্তির পরিবর্তে তারা অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ইংরেজ জাতির ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল হলেও তারা সহযোগিতা প্রবণ। অপরদিকে ক্যান্ডেল ফরাসি জাতিকে ভাববাদীরূপে চিহ্নিত করে বলেন যে, "ব্যক্তিত্বের ওপর তাদের অপরিসীম বিশ্বাস, তবে তারা যুক্তি, নিয়ম ও শৃংখলার গণ্ডিতে কাজ করে। যে কোন কাজের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের দক্ষতা রয়েছে। তবে সমালোকদের মতে, বিভিন্ন জাতির চরিত্র ও গুণ সম্পর্কে ক্যান্ডেলের সিদ্ধান্তগুলো পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। তাছাড়া জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে ক্যান্ডেলের ধারণাগুলো তার মনোভাবপ্রসূত বলে সমালোচকগণ অভিমত দেন।

ইউলিকের গবেষণা পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হলেও তাঁর গৃহিত কতগুলো সিদ্ধান্ত তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার মৌলিক কাঠামো বা Conceptual framework-রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কেন্দ্রীভূত শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টির মূলে রয়েছে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব। বিশ শতকে সৃষ্ট কয়েকটি নতুন জাতির ইতিহাস তিনি তাঁর এ অনুমানের প্রমাণ দেখতে পান। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে তিনি নিম্নের কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেন:

১. প্রতি বিপ্লবেরই বিপরীত বিপ্লব সৃষ্টি করার প্রবণতা রয়েছে।
২. বিপ্লব হতে সৃষ্ট সরকার স্থায়িত্ত লাভ করতে চায়।
৩. সরকারের স্থায়িত্ব সংরক্ষণের বিপ্লবে সৃষ্ট সরকার অধিকতর ক্ষমতা অর্জন করতে চায়।
৪. এ বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতা সংরক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশাসন অন্যতম বাহন বিশেষ। তুলনামূলক শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারীগণ বিদেশী শিক্ষা অধ্যয়নে কী কী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং কোন কোন বিষয় বিশ্লেষণ করবেন এ প্রসঙ্গে স্যাডলার বলেন, "Things outside the schools matter ever than the things inside the school". তাঁর এ মন্তব্য হতে বুঝা যায় যে, বিদেশী শিক্ষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরের তথ্যের সঙ্গে এর বহির্ভূত তথ্যও গবেষকদের জানা প্রয়োজন। তৎকালে শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আলাদাভাবে অধ্যয়নের প্রয়াস যে অসম্পূর্ণ ছিল, পরবর্তীতে স্যাডলার অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরবর্তীকালে যে সব তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনা করা হয়, সে সবের পথিকৃৎ হিসেবে স্যাডলারের নাম স্মরণীয়। স্যাডলারের নির্দেশিত পথে অর্থাৎ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার তুলনামূলক গবেষণায় সারজিয়াস হেসেনের মৌলিক অবদান রয়েছে।

হেসেন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার সূচনা করলেও রিচার্ড লরী এটিকে যথার্থ পদ্ধতিতে উন্নীত করেন। তিনি এটি সুস্পষ্টভাবে দেখান যে, বিশেষ কয়েকজন দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে কিছু জাতির নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যেমন ব্রিটিশ ইম্পিসিজম, ফ্রেন্স ন্যাশনালিজম, কার্টোসিয়ানিজম ও এক ডিসটেনশিয়ালিজম, জার্মান গাইডিযেলিজম ও রোমান্টিসিজম এবং আমেরিকান প্রাগম্যটিজম। তিনি এ অভিমত পোষণ করেন, জাতির সঙ্গে দর্শনের সম্পর্কের এ শ্রেণিকরণ অনুসারে তুলনামূলক শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার পর্যালোচনা করতে পারেন। প্রত্যেক জাতির বিশেষ দর্শনের ওপর আস্থার জন্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষায় বৈচিত্রতা সৃষ্টি হয়। সে জন্য ইংল্যান্ডের লিবারেল এডুকেশন, ফ্রান্সে কালচার এডুকেশন, বর্তমান জার্মানি ও রাশিয়ায় পলিটেকনিক এডুকেশন, আমেরিকায় লাইফ এডুকেশনের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশের সাধারণ শিক্ষার পার্থক্যের মূলে রয়েছে সেসব দেশের দার্শনিক মতবাদের প্রভাব। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদদের কাজ হবে কেন প্রতিটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে তা নির্ণয় করা। লরীর মতে, "তুলনামূলক শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণকে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার পার্থক্যের কারণ উদঘাটন করতে হলে তাদিগকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঐসব দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্তিক ও প্রশাসনিক সংশ্লিষ্ট উপাদান বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।"

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ঐতিহাসিক পদ্ধতির সংযোগ করে গবেষণার ক্ষেত্রে স্যাডলারের শিষ্য ক্যান্ডেলার অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁর তুলনামূলক শিক্ষায় এ দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখা যা। তবে পরবর্তীকালে হানস ও ইউলিক গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাঁর সবার শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতিকে ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনারূপে উপস্থাপন এবং সেসঙ্গে যেসব সামাজিক শক্তি ও উপাদান বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ রূপ দান করে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। ক্যান্ডেল, হানস ও ইউলিক প্রমুখরা একই প্রকার গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে পদ্ধতির প্রয়োগগত পার্থক্য পরিলক্ষিত। সে জাতি স্বাভাবিক কারণেই কেন্দ্রীভূত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ইউলিকের সাধারণ সিদ্ধান্ত তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার

ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারার সৃষ্টি করে। কেউ কেউ মনে করেন, নিম্নের সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার মডেল প্রণয়ন সম্ভব। যেমন–

১. প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের প্রভাব বিভিন্ন দেশের শিক্ষায় যে বৈচিত্রতা আনে তা তাঁরা উপস্থাপন করে।
২. মানুষের জীবনধারণ এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রেক্ষিতে কোন জাতি কোন বিশেষ মূল্যবোধের প্রতি তাদের বিশ্বাস রয়েছে তা এসব গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়।
৩. শিক্ষা সংস্কারের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এসব গবেষণা করা হয়।
৪. বিদ্যালয়ের শিক্ষা মানুষ ও সমাজের ভাগ্য নির্ধারণে সহায়ক এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষা অধ্যয়ন করে গবেষক এবং পাঠকগণ শিক্ষা উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য যেন অন্তদৃষ্টি লাভ করতে পারেন তৎপ্রতি তাঁরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গ. সামাজিক দৃষ্টিকোণ

এ পদ্ধতিতে শুধু সামাজিক উপাদানগুলোর ভিত্তিতেই তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়ন করা হয়। মাইকেল স্যাডলার এ পদ্ধতির প্রবক্তা। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বলেন, ইংল্যান্ডের সামাজিক পরিমণ্ডলের বিশ্লেষণ যেমন– প্রয়োজন ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি তিনি এর সাথে অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক পটভূমির বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

টি. হ্যারিসল্ড বলেন, "শিক্ষার লক্ষ্যই উপযুক্ত এবং আদর্শ নাগরিক তৈরি করা। তবে এ নাগরিক তৈরি করতে হবে একটি দেশের সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হিসেবে। এ জন্যই সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেই শিক্ষাব্যবস্থা আলোচিত হওয়া উচিত। তবে এ পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেলেও সমাজ সত্তার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়। ফলে ব্যক্তি সত্তা উপেক্ষিত হয়। তাছাড়া কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থাই একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র নিয়ন্ত্রক হতে পারে না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি হতে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণার উন্নতি ও প্রসার তুলনামূলক শিক্ষার গবেষণায় অনুপ্রেরণা যোগায়। এ সময় পরিসংখ্যানমূলক তথ্যের সহজ লভ্যতা, উন্নত পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ, বিন্যাস ও প্রয়োগ এবং নতুন নতুন পরিসংখ্যান কৌশলের উন্নত প্রয়োগে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক গবেষণার পথ সুগম করে।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতি বর্তমান কালের তুলনামূলক শিক্ষার গবেষণায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক বিজ্ঞানের যে কতিপয় পদ্ধতি এর গবেষণায় প্রয়োগ করা হয় তা নিম্নরূপ:

ক. কো-ভেরিয়েশন পদ্ধতি: এস.এফ. নাভেল-এর কো-ভেরিয়েশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন চলকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা হয়। তিন প্রকারের তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণায় কো-ভেরিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব। যেমন-

১. কোন একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজের কোন এক সামাজিক প্রভাব বা কার্যের সাথে শিক্ষার কোন এক দিকের বৈষম্য নির্ণয় করতে।
২. দুই বা ততোধিক সমাজের মধ্যে যে মৌলিক মিল এবং বিশেষ ক্ষেত্রে গরমিল রয়েছে তা নির্ণয়ে।
৩. কোন দুই বিশেষ সমাজের ও কোন বিশেষ যুগের শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলীর যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও কো-ভেরিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব। তবে নাভেলের পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি এই যে, এই গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চলকের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রদর্শন করতে ব্যর্থ।

খ. ফাংশনাল পদ্ধতি: উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও সমাজ বিজ্ঞানীদের ফাংশনাল পদ্ধতিতে তুলনামূলক শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করে এবং সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন– শ্রেণিবিন্যাস, পেশাগত কাঠামো, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির সাথে শিক্ষা কিভাবে জড়িত তা শিক্ষাবিদগণ ফাংশনাল পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করেন। তুলনামূলক শিক্ষাবিদগণ উপরোক্ত দুই পদ্ধতির অনুপযোগিতা উপলব্ধি করেন। যেমন-

১. উভয় পদ্ধতিতে গবেষকদের বিভিন্ন চলকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন, তবে কোন চলকের জন্য কোন চলকের পরিবর্তন হচ্ছে তা উক্ত পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে নির্ণয় সম্ভব নয়।
২. উভয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন চলকের মধ্যের সম্পর্ককে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয় বা কোন চলক অথবা উপাদানের কোন প্রভাব শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যায় তা নির্ণয় দুরূহ।

গ. নন-এক্সপেরিমেন্টাল সেম্পলিং টেস্টিং: উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর ত্রুটি দূর করে তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণাকে যথার্থই বিজ্ঞানসম্মত করার প্রচেষ্টায় কিছু গবেষক সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নতর পদ্ধতি ও মডেল অনুসরণের চেষ্টা করেন। গবেষক সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নতর পদ্ধতি ও মডেল অনুসরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ শিক্ষার নিম্নোক্ত কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব এর গবেষণায় সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগে যেসব অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলো-

১. বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ধারণা ও সংজ্ঞাগুলো বড়ই জটিল ও বিশৃংখল।
২. অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য অর্পযাপ্ত।
৩. বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত যেসব পরিসংখ্যানমূলক তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে গবেষকগণ সন্দেহ পোষন করেন। অপরদিকে বর্ণনামূলক তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতাও খুব সীমিত।
৪. অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা তথ্যের ভুল বা অনির্ভরযোগ্যতার সীমা, অর্থ বা পরিমাণ কতদূর তা নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়।
৫. অধিক তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার প্রধান অন্তরায় এর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শব্দ ও সংজ্ঞা অস্পষ্ট, দ্বার্থবোধক ও অনির্দিষ্ট অর্থ।

এসব অসুবিধা সত্ত্বেও নোয়া ও একেস্টাইন মনে করেন, তুলনামূলক শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের Non-experimental sampling testing পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব। উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করে উপরোক্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনা করা যায়।

১. শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সাধারণ ধারণাগুলোর আওতাকে এক সমাজের ক্ষেত্র হতে সম্প্রসারিত করে বহু সমাজের পরিবেশে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
২. এসব ধারণা এমনভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা সেসব কাজে ব্যবহার করে গবেষণা পরিচালনা করা যায়।
৩. সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বের সীমা অতি সম্প্রসারিত। সুতরাং গবেষণা ক্ষেত্রে একক কোন বিষয়ের পদ্ধতি অনুসরণের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ বিষয়ের গবেষণা করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, তুলনামূলক শিক্ষায় বহুবিধ পদ্ধতি নিয়তই ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কোন পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর এখনও অতিক্রান্ত হয়নি। তাই কোন পদ্ধতির প্রয়োগিক সফলতা ও উৎকর্ষ সম্পর্কে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। কেননা পরিবর্তনশীলতাই শিক্ষার ধর্ম। এই পরিবর্তনশীলতা আছে বলেই শিক্ষা মানব চরিত্রকে ও মানব সমাজকে যুগোপযোগী করে, কালোপযোগী করে গড়ে তুলতে পেরেছে। তাই ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণে তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বে গবেষণার প্রয়োগিক সফলতা একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা মাত্র। তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণা আধুনিক যুগের কোন দেশের ঐতিহাসিক শিক্ষার পটভূমি, শিক্ষা দর্শন ও সামাজিক চাহিদা পরিপূরণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষা উন্নয়নে পরিপন্থা স্থির করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা সংস্কার উন্নয়নে অদূর ভবিষ্যতে তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগের সম্ভাবনাকে আরো সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধশালী করে তুলবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. "ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুলনামূলক শিক্ষা একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়"– এই উক্তিটি কোন গবেষকের?
ক. ক্যান্ডেল
খ. নিকোলাস হানস
গ. মাইকেল সেডলার
ঘ. ফ্রেডারিক স্লাইডার

২. দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণায় কোন গবেষকের মৌলিক অবদান রয়েছে?
ক. স্যাডলার
খ. ক্যান্ডেল
গ. নিকোলাস হানস
ঘ. সারজিয়াস হোসেন

৩. ইউলিক এর দার্শনিক পদ্ধতি ব্যবহারের যুক্তি-
i. প্রতি বিপ্লবেরই বিপরীত বিপ্লব সৃষ্টি করার প্রবণতা রয়েছে।
ii. বিপ্লব হতে সৃষ্ট সরকার স্থায়িত্ব লাভ করতে চায়।
iii. বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতা সংরক্ষণে জনগণ অন্যতম বাহন।
নীচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. কতসালে মাইকেল স্যাডলার বলেন যে নিজ দেশের সাথে অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণের প্রয়োজন?

ক. ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ
খ. ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ
ঘ. ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ

উত্তরমালা: ১, খ, ২. ঘ,৩. ক, ৪. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তুলনামূলক শিক্ষাক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২. দার্শনিক পদ্ধতির সম্পর্কে ক্যান্ডেলের উক্তিটি কী?
৩. ইউলিক এর মতে গবেষণায় দার্শনিক দৃষ্টিকোনটি ব্যবহারের যুক্তিসমূহ উল্লেখ করুন।
৪. টি হ্যারিসন্ডের মতে– সামাজিক দৃষ্টিকোণের গুরুত্বসমূহ উল্লেখ করুন।
৫. ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিরূপণ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি দৃষ্টিকোনটি তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বে গবেষণার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তা ব্যাখ্যা করুন।
২. সামাজিক দৃষ্টিকোণ ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ এর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
৩. ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সামাজিক এই তিনটি দৃষ্টিকোন কীভাবে তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্বে গবেষণার কাজে লাগবেন তার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করুন।